দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 03 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বৈষম্যের শিকার এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম

মোঃ আনিস নিদ্দিকি

দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রাখার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে ১৯৯৫ সাল থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– এই শিক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের ভোকেশনাল পেশায় দক্ষ কারিগর হিসেবে সঠিক সামাজিক মর্যাদায় কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেই মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে কৃতকার্য প্রার্থীদের কারিগর হিসেবে ঠিকই গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগের যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তা তো করাই হয়নি বরং রহিত করা হচ্ছে। ব্যাপারটা আমাদের দেশে প্রচলিত অন্য দু'টি শিক্ষা কার্যক্রমের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে দু'টির একটি হল সাধারণ শিক্ষা, অন্যটি মাদাসা শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষায় অংক ও ইংরেজী (১ম ও ২য় পত্র) ছাড়া বাকি সব বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন আছে। প্রতি বিষয়ে কোন ছাত্রছাত্রী যদি নৈর্ব্যক্তিকে ৪৫-৫০ পায় পাশাপাশি রচনামূলকে যদি ৩৫-এর উপরে নম্বর পায় তাহলে তার GP হয় 5 এবং তিনটি বিষয়ে যদি GP 5 না পেয়েও থাকে তাহলেও তার মোট GPA 5 হয়ে যায় খুব সহজে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমেও একই নিয়ম চলে। এখন দেখা যাক এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম কোন নিয়মে চলে। এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে মোট বিষয় ১০টি। এই ১০টি বিষয়ের একটিতেও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নেই। রচনামূলক প্রশ্নসমূহ লিখে যতটুকু পারা যায় ততটুকুতেই একজন শিক্ষার্থীর গ্রেড উন্নয়ন হয়। আর লিখে গ্রেড উন্নয়ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে গ্রেড উন্নয়ন করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কেননা ৫০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে ৫০ নম্বর পাওয়া সম্ভব কিন্তু রচনামূলক পরীক্ষায় ৫০-এ ৫০ নম্বর পাওয়া অসম্ভব। যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ৩৭৫টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন এবং ৩টি বিষয়ে GP 5 না পেয়েও মোট GPA 5 পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রাখা হয়েছে সেখানে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে এই সুযোগের কিছুই নেই। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (দাখিল) থেকে ভাল নম্বর নিয়ে পাস করা A+ পাওয়া যতটা সম্ভব, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ভাল না করা বা A+ না পাওয়া ঠিক ততটাই সম্ভব। এটা এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষার্থীদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। সরকারীভাবে স্বীকৃতপ্রাপ্ত যে এসএসসি/এসএসসি(ভোকেশনাল)/ দাখিল এই তিনটি মাধ্যম সমমানের হওয়া সত্ত্বেও শুধু এসএসসি ও দাখিল শিক্ষাক্রমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ করার মাধ্যমে A+ পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রাখা হয়েছে এবং অন্যদিকে এসএসসি (ভোকেশনাল)-এ A+ পাওয়া একেবারে কঠিন করে ফেলা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের অজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে। মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে A+ গ্রেড খুব কম শিক্ষার্থী পাচ্ছে দেখে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৪র্থ বিষয়ের নম্বর যোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি মাদাসা শিক্ষা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ব্যবস্থা করল। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা সহজে A+ পাওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করল? যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি এটা আমার বিনীত প্রশ্ন।

আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয়, সরকার তথা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় নেয়া উচিত যে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে যে ছাত্র বা ছাত্রী এসএসসি-তে B গ্রেড নিয়ে Diploma ভর্তি হতে যায় সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে আরেক ছেলে যাচ্ছে A বা A- গ্রেড নিয়ে। ফলে এসএসসি (ভোকেশনল) থেকে পাস করা ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য নির্ধারিত উচ্চ শিক্ষা Diploma-তে আর ভর্তি হতে পারছে না। এতেই তার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে বা নামমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এই উচ্চ মধ্যমিকেও পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা গ্রেডের উঁচু মানের চাহিদা তার পক্ষে পূরণ সম্ভব হয় না। এভাবেই কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের একজন ছাত্র বা ছাত্রী এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা জীবন থেকে ছিটকে পড়ে। ফলে দেশ হাতে-কলমে শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তি হারালো। যা শুধু কলমের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় অনেক প্রয়োজন। কেননা, বর্তমান বিশ্বের শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে কারিগরি শিক্ষার মূল্য খুব প্রয়োজন।

শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) নবম শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার বই চালু করা হচ্ছে। আর সেই সময় থেকে যদি এসএসসির মত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ব্যবস্থা করা হয় তবে মাঝখানের দুই বছরে অর্থাৎ ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষসমূহে অনেক শিক্ষার্থী রেজাল্ট খারাপ করবে কিংবা অনেকে ভাল রেজাল্ট করা থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, আগামী বছরের নবম-শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দেবে ২০০৭ সালে। এতে করে হয়তো দেশ প্রচুর সংখ্যক জনসম্পদও হারাতে পারে এবং অনেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে পারে।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী মহোদয় তথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আকুল আবেদন উপরোক্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং তৎকালীন বিএনপি সরকার উচ্চ শিক্ষার সুযোগের সাথে সাথে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির যে লক্ষ্য নিয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম চালু করেছে তা অর্জনের নিমিত্তে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের মত এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমেও অবিলম্বে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ব্যবস্থা রাখা হোক।